দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

২৯৮০
৩৫

বেসরকারি স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে

দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশের স্বনামধন্য বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। প্রার্থীগণ ঢাকা শহরের অলিগলিতে ৪ কালারের পোস্টার ব্যানার ও নানাবিধ নির্বাচনী খরচ বাবদ দু'হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু এরপর অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ম্যানেজিং কমিটিতে ঢুকে তারা নির্বাচনী ব্যয় সুদে-আসলে উসুল করেন। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও সম্পাদকের সাথে অলিখিত চুক্তি করে ইচ্ছেমতো সেসন চার্জ, ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, ভবন উন্নয়ন, বিদ্যুৎ বাতি ব্যয় ও উন্নয়ন প্রকল্পের নামে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে অনুদান তো আছেই। দেখা যায়, যে পরিমাণ অর্থ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক মাসিক সেসন চার্জ বেতন ফি বাবদ দিয়ে থাকেন, তার সিংহভাগ অর্থ যথাস্থানে ব্যয় করা হয় না। প্রতি বছর বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা তোয়াক্কা না করে ম্যানেজিং কমিটি ইচ্ছেমতো বেতন বাড়িয়ে তা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এরপরও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। বেসরকারি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে গিয়ে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে পরবর্তীতে অভিভাবক প্রতিনিধিরা অভিভাবকদের সমস্যার কথা বেমালুম ভুলে যান। এমনকি পাত্তাও দেন না। তাই বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবক প্রতিনিধির বদলে উপদেষ্টা কমিটি ও পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত করুন। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা করুন যাতে সাধারণ অভিভাবকদের কষ্ট না হয়, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ কিউ এম মাহফুজউল্লা বাচ্চু, *ঢাকা।*